

## ১.৭ اسم تفضيل تুলনামূলক ডিগ্রী এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রী [Comparatives and Superlatives]

### ১.৭.১ সংজ্ঞা এবং প্যাটার্নসমূহ

দুটি বা ততোধিক সত্তা'র তুলনা করার জন্য একটি তুলনামূলক ডিগ্রী শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইংরেজীতে তুলনামূলক ডিগ্রী'র শব্দগুলো'র শেষে সাধারণত “-er” থাকে, অথবা “more” শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলায় তুলনামূলক ডিগ্রী'র শব্দগুলো'র শেষে সাধারণত “তর” থাকে, অথবা “অধিকতর” বা “অধিক” বা “চেয়ে” শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন: সে আমার চেয়ে বুদ্ধিমান, সে তার ভাই এর চেয়ে অধিকতর সৎ।

কোনো একটি বিষয়/কিছু বা ব্যক্তি যখন কোনো একটি গুণের শীর্ষ পর্যায় ধারণ করে তখন তা প্রকাশে সর্বোচ্চ ডিগ্রী শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইংরেজীতে সর্বোচ্চ ডিগ্রী'র শব্দগুলো'র শেষে সাধারণত “-est” থাকে, অথবা “most / least” শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী'র শব্দগুলো'র শেষে সাধারণত “তম” থাকে, অথবা/এবং “সবচেয়ে” শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন: আমার গাড়ীটি দুনিয়া'র সবচেয়ে দ্রুততম গাড়ী। ক্লাশের মধ্যে সে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছাত্র।

আরীতে, তুলনামূলক ডিগ্রী শব্দ এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রী শব্দ, দুটিই (ইসম তাফদ্দিল) এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারে ব্যক্ত হয়ে থাকে।

**তুলনামূলক ডিগ্রী শব্দ:** ক্রিয়ামূল থেকে শব্দগুলো তৈরী হয়ে থাকে। এই শব্দগুলো **أَفْعَلُ** প্যাটার্ন অনুসরণ করে। এগুলো আংশিক নমনীয়। পূরুষবাচক এবং স্ত্রীবাচক শব্দ হিসেবে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়।

**সর্বোচ্চ ডিগ্রী শব্দ:** এই শব্দগুলো'র শুরুতে অবশ্যই **الْأَ** থাকবে। পূরুষবাচক সর্বোচ্চ ডিগ্রী'র শব্দগুলো তুলনামূলক ডিগ্রী'র শব্দগুলো'র সামনে **الْأَ** যুক্ত করে তৈরী হয়, অতএব সেগুলো সম্পূর্ণ নমনীয়। স্ত্রীবাচক সর্বোচ্চ ডিগ্রী'র শব্দগুলো **الْفُعْلَى** প্যাটার্ন অনুসরণ করে, এগুলো অনমনীয় কারণ শব্দগুলো'র শেষে **أَلْفَ** مقصورة বা **أَلْفَ** রয়েছে।

**উদহারণ এবং অনুশীলন:** নিচের টেবিলে খালি ঘরগুলো পূরণ করুণ এবং প্রদত্ত অর্থের ভিত্তিতে ডিগ্রী শব্দগুলো'র অর্থ লিখুন:

ক্রিয়ামূল	তুলনামূলক ডিগ্রী (পূরুষ/স্ত্রী)	সর্বোচ্চ ডিগ্রী (পূরুষবাচক)	সর্বোচ্চ ডিগ্রী (স্ত্রীবাচক)
জ ম pretty সুন্দর	أَجْمَلُ prettier সুন্দরতর	الْأَجْمَلُ the prettiest সুন্দরতম	الْجُمْلِيُّ the prettiest সুন্দরতম
ص غ ر small ছোট	أَصْغَرُ smaller অপেক্ষাকৃত ছোট	الْأَصْغَرُ the smallest সবচেয়ে ছোট	الْصُّغْرِيُّ the smallest সবচেয়ে ছোট
ক ব র big বড়	أَكْبَرُ bigger অপেক্ষাকৃত বড়	الْأَكْبَرُ the biggest সবচেয়ে বড়	الْكُبْرِيُّ the biggest সবচেয়ে বড়
ম উ ঝ ম great মহান	أَعْظَمُ greater অপেক্ষাকৃত মহান	الْأَعْظَمُ the greatest সবচেয়ে মহান	الْعَظِمِيُّ the greatest সবচেয়ে মহান
র ক থ a lot অনেক			
ن ح স excel ছাপাইয়া যাত্ত্বা			
م ক র generous উদার			
و ع ল high উচ্চ	أَعْلَى higher অপেক্ষাকৃত উচ্চ	الْأَعْلَى the highest সবচেয়ে উচ্চ	الْعُلْيَا the highest সবচেয়ে উচ্চ
ي د ৫ guide পথ প্রদর্শন			
স ম হ সوء to be bad মন্দ হওয়া	أَسْوَأً worse অপেক্ষাকৃত বেশী মন্দ	الْأَسْوَأُ the worse সবচেয়ে মন্দ	الْسُّوَاءِ the worse সবচেয়ে মন্দ
د শ ত intense তীব্র	أَسْدُ more intense তীব্রতর	الْأَشْدُ the most intense তীব্রতম	الْشَّدِيَّ the most intense তীব্রতম
ল ق ক little ক্ষুদ্র			
র স য easy সহজ			

শ্ৰেষ্ঠ এবং শুভ সংক্রান্ত বিশেষ নোট: এই দুটি শব্দ ইসম তাফদিল যদিও এগুলো আলোচিত প্যাটার্ন অনুসরণ করে না এবং এগুলো সম্পূর্ণ নমনীয়।

কুরআন থেকে তুলনামূলক ডিগ্রী এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রী শব্দের উদহারণ:

**اَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ** ১৬:০৩ পড়ো! আর তোমার প্রভু **মহাসম্মানিত** --

**وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى** ১:৪০ আর যারা অবিশ্বাস পোষণ করেছিল তাদের কথাবার্তাকে হেয় করেছিলেন। আর আল্লাহর বাণী -- তা হচ্ছে উচ্চতম। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাশক্তিশালী, পরমজ্ঞানী।

**اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى** ২০:৮ আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য উপাস্য নেই। তাঁরই হচ্ছে সব সুন্দর সুন্দর নামাবলী।

**ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَيْ** ৩০:১০ অতঃপর তাদের পরিণাম হয়েছিল মন্দ যারা মন্দ কাজ করেছিল,  
**لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ** ৪:৭ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে

ইসম তাফদিল এর বহুবচনের উপর নোট:

পুরুষবাচক ইসম তাফদিল এর বহুবচনে স্বাভাবিক শেষাংশ থাকতে পারে: **أَفْعَلُون** অথবা এটি **أَفْعَلُ** প্যাটার্ন অনুসরণ করে। যেমন:  
**وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُلَنَا** ১১:২৭ আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্তুল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না

**قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ** ২৬:১১১ তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা?

গ্রীবাচক ইসম তাফদিল এর বহুবচনে স্বাভাবিক শেষাংশ থাকতে পারে: **الْفُعَلَاتُ** অথবা এটি **فُعْلُ** প্যাটার্ন অনুসরণ করে। যেমন:

**إِنَّهَا لَا يُحِدُّ الْكُبُرُ** ৭৪:৩৫ নিশ্চয় জাহানাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম,

### ১.৭.২ তুলনা করার জন্য এর ব্যবহার

এর একটি সাধারণ ব্যবহার হলো দুইটি সত্তা'র মধ্যে তুলনা করা, সাধারণত **মুন** অব্যয় ব্যবহার করে তা করা হয়। যখন ইসম তাফদিল এর সাথে **মুন** অব্যয় ব্যবহার করা হয় তখন **মুন** এর অর্থ করা হয় ‘চেয়ে’।

কুরআন থেকে কিছু উদহারণ দেখা যাক:

**وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** ৫০:১৬ আমরা তার গ্রীবাস্তিত ধর্মনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী

ও: عاطفة. **نَحْنُ**: মিঠাদা. **أَقْرَبُ**: খবর. **إِلَيْهِ**: মুন **حَبْلِ** **الْوَرِيدِ**: খার অন ও মজরুর অন মিল অন ব 'অক্ষৰ' "অক্ষৰ"

জরুরী নোট: অনেক সময়  **فعل** কে **اسم تفضيل** এর মতো দেখায়। প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে হয় অন্যথায় অনুবাদটি ভুল হয়।

অনুশীলন: নিচের উদহারণগুলো লক্ষ করুন এবং হাইলাইটেড শব্দগুলো কি ইসম তাফদিল না ফি'ল তা নির্ধারণ করুণ এবং অনুবাদ করুন:

**أَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ** ৭:৬২ "আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই আমার প্রভুর বাণীসমূহ এবং আমি তোমাদের সদৃশদেশ দিই, কারণ আমি আল্লাহ'র কাছ থেকে জানি যা তোমরা জানো না।

**فُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ** ২:১৪০ বলো -- “তোমরা কি বেশি জানো, না আল্লাহ?

**وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ** ২৮:৭৭ আর ভাল কর যেমন আল্লাহ' তোমার ভাল করেছেন,

**قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ** ৭:১২ সে বললে -- "আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে তুমি সৃষ্টি করেছ কান্দা দিয়ো।"

**وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ** ২৮:৫০ আর কে বেশী পথভ্রান্ত তার চাইতে যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে আল্লাহ'র কাছ থেকে পথনির্দেশ ব্যতিরেকে ?

### ১.৭.৩ এর আলঙ্কারিক ব্যবহার

এখন পর্যন্ত ইসম তাফদিল এর মৌলিক ব্যবহারগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা এর আলঙ্কারিক ব্যবহারগুলো বোঝার চেষ্টা করবো।

১) যখন দুটি জিনিষ তুলনা করা হয় তখন তাদের দুই এই একই গুণ বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু একটি'র উক্ত গুণটি বেশী আছে বলে উল্লেখ করা হয়। যেমন আহমদ জায়েদ এর চেয়ে দ্রুততর। এটি অর্থ এই নয় যে জায়েদ ধীর, বরং দুইজনেরই দ্রুত গুণটি রয়েছে কিন্তু আহমদ দ্রুততর। কুরআন থেকে উদহারণ:

**يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سُوَّاتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ** ৭:২৬ হে আদম-সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই পোশাক পাঠিয়েছি তোমাদের লজ্জা ঢাকবার ও বেশভূষার জন্য। আর ধর্মপরায়ণতার পোশাক -- তাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

২) উপরের ধারণাটি'র উল্টো বিষয়টিও হতে পারে। জানাত হলো উত্তম বিশামের জায়গা জাহানাম থেকে। জাহানামে ভালো কোনো কিছু নেই।

**أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا** ২৫:২৪ স্বর্গোদ্যানের বাসিন্দারা সেদিন পাবে উৎকৃষ্ট বাসস্থান ও সুন্দরতর বিশামস্থল।

৩) অথবা **أَحْسَن** টার্ম গুলো দুটি মন্দ জিনিসের মধ্যে কম মন্দটি নির্দেশে ব্যবহার হতে পারে:

**قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحْبَبِ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ** ১২:৩৩ তিনি বললেন -- "আমার প্রভু! তারা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে অধিক প্রিয়।

৪) অনেকসময় এটি তুলনা করার জন্য ব্যবহার করা হয় না, বরং কোনো একটি গুণকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

**وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْتَّيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أُشْدَدَهُ** ৬:১৫২ "আর এতীমের সম্পত্তির কাছে যেও না যা শ্রেষ্ঠতর সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত, যে পর্যন্ত না সে তার সাবালকত্বে পৌঁছে।

**وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** ১৭:৫৩ আর আমার বান্দাদের বল যে তারা যেন কথা বলে যা সর্বোৎকৃষ্ট।

٢٣:٩٦ **إِذْ فَعُلَّمَ** بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ

١٦:١٢٥ آرَأَ تَادِيرَ السَّاَهِيَّةَ وَجَادِلُهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ

### ১.৭.৮ সর্বোচ্চ ডিগ্রী হিসেবে এর ব্যবহার

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইসম তাফদিল কে তুলনামূলক ডিগ্রী অথবা সর্বোচ্চ ডিগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এল ব্যবহারের মাধ্যমে সবচেয়ে সহজে সর্বোচ্চ ডিগ্রী'র অর্থ তৈরী করা যায়। যেমন **الْكَبْرِيَّ** এবং **الْأَكْبَرِ** এর অর্থ “সবচেয়ে বড়”। আরো তিনটি গঠনে সর্বোচ্চ ডিগ্রী শব্দ তৈরী করা যেতে পারে। এই সব গঠনে **مضاف** কে হতে হবে একবচন এবং অনিদিষ্ট। দ্বিতীয় গঠনে **مضاف إِلَيْهِ** হবে বহুবচন এবং নির্দিষ্ট। তৃতীয় গঠনে **مضاف إِلَيْ** হবে একবচন এবং নির্দিষ্ট। প্রথম এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি প্রায় একই রকম অর্থ প্রদান করে। তৃতীয় পদ্ধতিতে একটি সম্পূর্ণ কিছু'র কিছু অংশকে সত্ত্বকরণে ব্যবহৃত হয়।

এখন কিছু উদহারণ দেখা যাক:

সি ১: একবচন এবং অনিদিষ্ট সি ২: বহুবচন এবং নির্দিষ্ট সি ৩: একবচন এবং নির্দিষ্ট

**সি ১:** سবচেয়ে বড় শহরটি **أَكْبُرُ الْمُدُنِ** **সি ২:** شহরগুলো'র মধ্যে সবচেয়ে বড় **أَكْبُرُ مَدِيْنَةِ**

**সি ১:** সবচেয়ে ভাল বইটি **أَحْسَنُ الْكِتَابِ** **সি ২:** বইগুলো'র মধ্যে সবচেয়ে ভালো **أَحْسَنُ الْكُتُبِ**

**সি ৩:** বইটির মধ্যে সবচেয়ে ভালো অংশ **أَحْسَنُ الْكِتَابِ** (বইটি'র একটি অংশকে সত্ত্বকরণে)

**সি ৩:** পর্বতটির সবচেয়ে নীচের অংশ **أَدْنَا الْجَبَلِ** (পর্বতটি'র একটি অংশকে সত্ত্বকরণে)

সি ১: একবচন এবং অনিদিষ্ট এর উদহারণ কুরআন থেকে:

١٨:٥٤ **وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا** আর মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিতর্কপ্রিয়।

٩٥:٨ **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** সুনিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রেষ্ঠ-সুন্দর আকৃতিতে।

উপরের উদহারণটিতে লক্ষ্য করুন যে ক্ষেত্রে অংশটি ক্ষেত্রে অংশটি অংশকে সত্ত্বকরণ করেছে। স্মরণ করুন যে যখন আংশিক নমনীয় ইসমগুলো মুদাফ হয় তখন তারা সম্পূর্ণ নমনীয় হয়ে যায়।

সি ২: বহুবচন এবং নির্দিষ্ট এর উদহারণ কুরআন থেকে:

١٢:٣ **نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ** আমরা তোমার কাছে এই কুরআন প্রত্যাদেশের দ্বারা তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ কাহিনী বর্ণনা করছি।

**وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِيْثُ الْعَنَكِبُوتِ** ২৯:৮১ অথচ নিঃসন্দেহ সবচেয়ে ঠুনকো বাসা হচ্ছে মাকড়সারই বাসা,

**وَإِنَّ خَيْرَ الْغَافِرِينَ** ٧:١٥৫ কারণ তুমই পরিত্রাণকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

**وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ** ২১:৮৩ আর তুমই তো দয়াশীলদের মধ্যে পরম করুণাময়।

**وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ** ২১:৮৯ আর তুমি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সি ৩: একবচন এবং নির্দিষ্ট (সম্পূর্ণের একটি অংশ সত্ত্বকরণ) এর উদহারণ কুরআন থেকে:

**فِي أَدْنَى الْأَرْضِ** ٣٠:٣ جমিনের মধ্যে সবনিম্ন স্থানে....

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ২٧:٧٦ নিঃসন্দেহ এই কুরআন ইসরাইলের বংশধরদের কাছে যে-সব বিষয়ে তারা মতভেদ করে তার অধিকাংশই বিবৃত করে দিয়েছে।

অনুশীলন: এখন পর্যন্ত ইসম তাফদিল সংক্রান্ত অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে নীচের আয়াতগুলো অনুবাদ করুন:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ২৩:১৪ সেইজন্য আল্লাহরই অপার মহিমা, কত শ্রেষ্ঠ এই শ্রষ্টা!

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩:١٢١ যেন আল্লাহ তাদের পুরস্কার দিতে পারেন তারা যা করে যাচ্ছিল তার চেয়ে উত্তম। Allah may reward them for the best of what they were doing.

أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ العَذَابِ ٨٠:٨٦ "ফিরআউনের লোকদের প্রবেশ করাও কঠোরতম শাস্তিতো' '

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ٣١:١٩ নিঃসন্দেহ সমস্ত আওয়াজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্কশ হচ্ছে গাধারই আওয়াজ।

## কুরআনিক পর্যবেক্ষণ

**ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ** ٩٥:٥ তারপর আমরা তাকে পরিণত করি হীনদের মধ্যে হীনতমে, -

Then we returned him to the lowest of the low

লক্ষ্য করুণ যে, উপরের আয়াতে ইসম তাফদিলটি আলোচিত তিনটি গঠনের একটিও অনুসরণ করেনি। প্রত্যাশিত শব্দমালা হতে পারতো **أَسْفَلَ السَّافِلِينَ** ( ২ নং গঠন, যেখানে মضاف **إِلَيْهِ** হয় বহুবচন এবং নির্দিষ্ট )। যা হটক এখানে টি বহুবচন এবং অনির্দিষ্ট।

এই আয়াতে এই কাঠামো কেন ব্যবহার করা হয়েছে সে সংক্রান্ত বেশ কিছু মতামত রয়েছে, যা আমরা এখানে আলোচনা করবো না। তবে কুরআনীয় আরবী’র একজন ছাত্র/ছাত্রী প্রশংসা করতে পারেন কিভাবে এই কাঠামোটি কুরআন এবং এর ভাষা’র ছাত্র/ছাত্রী’র মনোযোগ আকর্ষণ করবে যা তাকে আরো গবেষণায় উত্তৃত্ব করবে এই আয়াতের সূক্ষ্ম তারতম্য (Nuances) আবিষ্কারে।

أَفْضَلُ الرِّجَالِ এবং এর মধ্যে পার্থক্য কি?

যখন মুদাফ ইলাহিটি হয় একবচন এবং অনির্দিষ্ট তখন এটি কারো মধ্যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণগুলো থাকা নির্দেশ করে, কিন্তু প্ৰথিবী’র শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে নির্দেশ করে না ফলে তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো মানুষ থাকার সম্ভবনা থেকে যায়।

যখন মুদাফ ইলাহিটি হয় বহুবচন এবং নির্দিষ্ট তখন এটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে নির্দেশ করে, এবং তার চেয়ে উত্তম কেউ নেই প্রকাশ করে।

هي أَفْضَلُ الطَّالِبَاتِ فِي الْفَصْلِ : সে (স্ত্রী-বাচক) ক্লাশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্রী, তার চেয়ে উত্তম কেউ নেই।

هي أَفْضَلُ طَالِبَةٍ فِي الْفَصْلِ : তার (স্ত্রী-বাচক) মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ছাত্রী’র গুণগুলো রয়েছে।